ইউনিট- ৭: শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম
[Curriculum Dissemination Programme]

ভূমিকা

শিক্ষাক্রম যতই উত্তম হউক না কেন, বাস্তবায়নে ত্রুটির জন্য অনেক সময় তা আংশিক বা সম্পূণরূপে ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়। এছাড়া শিক্ষাক্রম উন্নয়ন অপেক্ষা শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন একটি জটিল কাজ। কারণ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে হাজার হাজার স্কুল, লক্ষ লক্ষ ছাত্র, শিক্ষক, সুপাভাইজার, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসক সম্পৃক্ত থাকে। তাই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে সকলকে সম্পৃক্ত করে বিশদ ও ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদানুসারে বিস্তরণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নকালে প্রয়োজনীয় যোগানের অনিয়ম হলে বাস্তবায়ন কার্যক্রমের গতি বিঘ্নিত হয়। সেজন্য বাস্তবায়ন শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় উপকরণ, ভৌত সুযোগ সুবিধা, জনবল, আর্থিক সংশ্লেষ ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রী, বিস্তরণ পরিকল্পনা, চাকুরিকালীন ও চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ, বিস্তরণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রম, গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, পুনরাবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই ধারণা করে দিতে হয়। এই শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম ইউনিটের সমগ্র বিষয়ের পরিসরকে চারটি পাঠে বিভক্ত করে নিম্নোক্ত পাঠ শিরোনামে উপস্থাপন করা হল:

পাঠ- ৭.১: শিক্ষাক্রম বিস্তরণের বিবেচ্য দিক

পাঠ- ৭.২: শিক্ষাক্রম বিস্তরণ পরিকল্পনা

পাঠ- ৭.৩: চাকুরিকালীন ও চাকুরি পূর্ব শিক্ষক প্রশিক্ষণ

পাঠ- ৭.৪: শিক্ষাক্রম বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রম

পাঠ- ৭.১: শিক্ষাক্রম বিস্তরণের বিবেচ্য দিক
[Aspects of Curriculum Dissemination]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রম বিস্তরণের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণের প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রীর নাম বলতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণের লক্ষ্য দলে ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণের উদ্দেশ্য

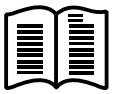

পরিমার্জিত বা নবায়নকৃত শিক্ষাক্রম বিস্তরণের মাধ্যমে যে উদ্দেশ্যেগুলো অর্জিত হবে সেগুলোকে সবার আগে চিহ্নিত করতে হয়। এ উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে-

(ক) শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত আচরণ জানা ও বোঝা । যেমন- একটি কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থী শুদ্ধ উচ্চারণে তা আবৃত্তি করতে পারবে। গণিতে 'ভগ্নাংশ' অনুশীলনের পর একটি বস্তু ও তার অংশ বিশেষ সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।

(খ) নতুন শিখন সামগ্রীর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার কৌশল জানা, শ্রেণি পাঠদানে সেগুলো ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন, বাস্তবায়নের নীতি ও কৌশল জানা, শ্রেণি সংগঠন ও নতুন বিষয়বস্তু ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ চিহ্নিত করতে পারবেন।

(গ) শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন করা। ধারাবাহিক ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন শিখন অগ্রগতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

(ঘ) নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ (কর্মকালীন ও কর্মপূর্ব) শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, শিখন সামগ্রী প্রণয়ন, নতুন সংযোজন, কর্ম সম্পাদনের নবতর কৌশল, নতুন পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার বিধি ইত্যাদি বলতে পারবেন।

(ঙ) প্রশিক্ষণের পরে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং সে অনুসারে পরবর্তীকালে নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রমের আওতায় সকল লক্ষ্যদলের (Target Group) জন্য একই ধরনের প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন ঠিক নয়; কারণ বিভিন্ন লক্ষ্যদলের দায়িত্ব কর্তব্য আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। শিক্ষাক্রম পরিমার্জন কৌশল, সাধারণ উদ্দেশ্যে, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, লক্ষ্যদল ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকলকে জানতে হবে-এদিক বিবেচনা করলে শিক্ষাক্রম বিস্তরণে নিয়োজিত সকলের জন্য প্রশিক্ষণ সামগ্রী হিসেবে নিম্নোক্তগুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে:

প্রশিক্ষণ সামগ্রী

১) প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা
২) শিক্ষক নির্দেশিকা
৩) শিক্ষাক্রমের কাঠোমোর আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ
৪) বিশদ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিকল্পনা
৫) শিক্ষাক্রম বিস্তরণে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য
৬) মূল্যায়ন কৌশল
৭) অনুসারক কার্যক্রম
৮) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক
৯) শিক্ষা উপকরণ
১০) প্রশিক্ষণ ভিডিও/সহায়ক উপকরণ ও যোগান।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন লক্ষ্য দল সম্পৃক্ত থাকে, দলের কে কী দায়িত্ব পালন করবেন, কার সংশ্লিষ্টতা কতটুকু ও কীভাবে এ দায়িত্ব তার উপর বর্তায় এবং প্রশিক্ষণ কৌশল, ব্যাপ্তিকাল প্রভৃতি পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ লক্ষ্যদলে যারা সম্পৃক্ত থাকেন তারা হল-

লক্ষ্য দল

(১) ঊর্ধ্বতন শিক্ষানীতি নির্ধারক
(২) জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষকবৃন্দ
(৩) মূখ্য, মাঠ ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষকবৃন্দ ও
(৪) শ্রেণি শিক্ষকবৃন্দ

লক্ষ্য দলের কাজ

(১) ঊর্ধ্বতন শিক্ষানীতি নির্ধারক, শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষা ব্যবস্থাপক, শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ, দাতা সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, অর্থ আয়ন ও ব্যায়ন কর্মকর্তা, সমন্বয়কারীবৃন্দকে বিস্তরণ কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞাত করানোর জন্য স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এ প্রশিক্ষণ হয় পরিচিতিমূলক এবং তা কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে। শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাক্রম প্রণয়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাগণ এই প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও পরিচালনা করবেন। বিস্তরণ নীতি ও কৌশল, কর্মকর্তাদের করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে নিবন্ধ উপস্থাপন ও আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

(২) জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষকবৃন্দকে দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে বিস্তরণ কার্যক্রমের সূচনা করা হয়। দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা, ব্যাখ্যা ও ব্যবহারিক কার্যাবলির ব্যবস্থা থাকে। ব্যবহারিক কার্যাবলির মধ্যে প্রদর্শনী পাঠ (Demonstration), অনুশীলনী পাঠদান (Practice Teaching) ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ও ঊর্ধ্বতন প্রশিক্ষকগণ এ ধরনের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকেন।

(৩) মূখ্য, মাঠ ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষকবৃন্দের জন্য সামনা সামনি পদ্ধতিতে দীর্ঘমেয়াদি (আলাপ, আলোচনা, ব্যাখ্যা ও হাতে কলমে কর্ম সম্পাদন ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। "শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত আচরণ জানা ও বোঝা" উক্তিটি কোনটির আওতাভুক্ত হতে পারে?

(ক) শিক্ষাক্রম বিস্তরণ উদ্দেশ্যের (খ) শিখন সামগ্রীর

(গ) শিক্ষাক্রম বিস্তরণ লক্ষ্যদলের (ঘ) গ ও খ

২। কোনটি প্রশিক্ষণ সামগ্রী নয়?

(ক) শিক্ষা উপকরণ (খ) শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ম্যানুয়াল

(গ) প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তক (ঘ) প্রশিক্ষকের আবাসন ব্যবস্থা

৩। শিক্ষাক্রম বিস্তরণের বৃহত্তর লক্ষ্যদল কোনটি?

(ক) জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষক (খ) শিক্ষা প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক

(গ) শ্রেণি শিক্ষক (ঘ) মূখ্য, মাঠ ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষক

সঠিক উত্তরঃ ১। ক; ২। ঘ; ৩। ঘ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর শিক্ষকের দায়িত্ব কী?
২. প্রশিক্ষণে সকল লক্ষ্যদলের জন্য একই প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরি করা ঠিক নয় কেন?
৩. শিক্ষাক্রম বিস্তরণে কোর বা মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ কেন?
৪. কার প্রশিক্ষণ ত্রুটিপূর্ণ হলে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে এবং কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণে বিবেচ্য দিক সম্বন্ধে জানার প্রয়োজনীতা ব্যাখ্যা করুন।
২. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণে লক্ষ্যদল সম্বন্ধে জানার আবশ্যকীয়তা আলোচনা করুন।

পাঠ- ৭.২: শিক্ষাক্রম বিস্তরণ পরিকল্পনা
[Curriculum Dissemination Plan]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ পরিকল্পনা ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণের পরিকল্পনা সংগঠনের প্রতিটি ধাপ ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রম উপস্থাপন করতে পারবেন।

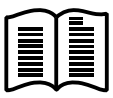

দেশব্যাপী শিক্ষাক্রম বিস্তরণ পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণের জন্য পর্যায়ক্রমিক ও ধারাবাহিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। অন্যথায় সুষ্ঠভাবে সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয় না। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বিষয়ক দীর্ঘমেয়াদি একটি বিশদ প্রশিক্ষণ কর্ম পরিকল্পনা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হল:

প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা

দেশব্যাপী শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ছক

প্রশিক্ষণ পর্যায় ও নাম	প্রশিক্ষণার্থীর ধরন ও সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	প্রশিক্ষক	প্রশিক্ষণ কাল	মন্তব্য
প্রথম পর্যায়: উর্ধ্বতন শিক্ষা কর্মকর্তাগণের পরিচিতি প্রশিক্ষণ	শিক্ষানীতি নির্ধারক, প্রশাসক, ব্যবস্থাপক, পরিকল্পনাবিদ, সমন্বয়কারী ইত্যাদি (প্রয়োজনীয় সংখ্যক)	উপযুক্ত স্থান	শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও বিস্তরণ কর্মকর্তা	১ দিন	
দ্বিতীয় পর্যায়: জাতীয় পর্যায়ের মাস্টার ট্রেইনারবৃন্দের প্রশিক্ষণ	জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ (প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন দলে)	উপযুক্ত বিভিন্ন স্থান	শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ	১-২ দিন	৫০ জনের বেশি দলে অংশগ্রহণ করবে না।
তৃতীয় পর্যায়: মূখ্য, মাঠ ও স্থানীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞগণের প্রশিক্ষণ	টি.টি.সি/পি.টি. আই., শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুষদ সদস্য ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা (প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভিন্ন দলে প্রশিক্ষণ দান)	দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেন্দ্র	জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ও মাস্টার ট্রেইনারগণ	প্রশিক্ষণ সামগ্রীর পরিসর ও প্রয়োজন অনুসারে প্রশিক্ষণ কাল নির্ধারণ করতে হবে (২ দিন)	প্রতি দলে ৫০ জনের বেশি হবে না।
চতুর্থ পর্যায়: বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও সমপর্যায়ের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ	দেশের সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ (প্রতি দলে ৫০ জনের অধিক নয়)	দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেন্দ্রে	মূখ্য, মাঠ, স্থানীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষক এবং জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ ও মাষ্টার ট্রেইনারগণ	সমগ্র দেশে প্রয়োজন অনুযায়ী দুই দিনের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।	ঐ

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ সংগঠন ধাপ

উপরিউক্ত ছকে উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ অর্থাৎ উর্ধ্বতন ও জাতীয় পর্যায়ের মাস্টার ট্রেইনারদের প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের সহায়তায় কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করা হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ জাতীয় পর্যায়ের মাস্টার ট্রেইনারদের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট স্থানে আয়োজন ও পরিচালনা করা যেতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণের সামগ্রিক দায়িত্ব স্থানীয় সমন্বয় কমিটির উপর ন্যস্ত থাকে। তবে অর্থ ও প্রশিক্ষণ উপকরণ কেন্দ্রীয়ভাবে সরবরাহ করতে হয়।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ সংগঠন

উপরিউক্ত ছকে বর্ণিত প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ অর্থাৎ উর্ধ্বতন ও জাতীয় পর্যায়ের মাস্টার ট্রেনারদের প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের সহায়তায় কেন্দ্রীভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করা হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণের সামগ্রিক দায়িত্ব স্থানীয় সমন্বয় কমিটির উপর ন্যস্ত করতে হবে। তবে অর্থ ও প্রশিক্ষণ উপকরণ কেন্দ্রীয়ভাবে সরবরাহ করতে হয়।

- **শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা**

বিভাগীয় পর্যায়ের শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ স্ব স্ব এলাকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করবেন। অন্যান্য শিক্ষা কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ এলাকার প্রশিক্ষণ আয়োজনের দায়িত্বে থাকবেন। অপরাপর কর্মকর্তাগণ তাকে সহায়তা করবেন।

- **আর্থিক বাজেট**

দেশব্যাপী শিক্ষাক্রম বিস্তরণের সামগ্রিক বাজেট শিক্ষা মন্ত্রণালয়/সংশ্লিষ্ট স্তরের শিক্ষা অধিদপ্তর প্রণয়ন করবে এবং আঞ্চলিক/বিভাগীয় পর্যায়ে অর্থ ছাড়করণের ব্যবস্থা করবে। অতঃপর আঞ্চলিক/বিভাগীয় পর্যায় থেকে প্রয়োজন অনুসারে অধস্তন স্তরে প্রেরণ করবে।

- **এনসিটিবির মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কৌশল**

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন থেকে শুরু করে পাঠ্যপুস্তক রচনা, চূড়ান্তকরণ, মুদ্রণ ইত্যাদি একটি ধারাবাহিক জটিল প্রক্রিয়া। তার চেয়ে জটিল প্রক্রিয়া হল শিক্ষাক্রম কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন। কারণ শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সঙ্গে ব্যক্তি, পর্যায় ও সংস্থা সম্পৃক্ত থাকে। এ সবের মধ্যে কোন কাজে শৈথিল্য এবং যোগানে অনিয়ম হলেই প্রচেষ্টায় ছেদ পড়ে, পরিণামে প্রশিক্ষণ ব্যর্থতায় জড়িয়ে পড়ে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় একটি সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষাক্রম ত্রুটিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বাংলাদেশের বাস্তবায়নাধীন শিক্ষাক্রম যাতে এরূপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয় তৎজন্য শিক্ষাক্রম বিস্তরণের বিশদ কর্ম- পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্ম পরিকল্পনার প্রধান অঙ্গগুলো হল (১) প্রশিক্ষণ সামগ্রী (ম্যানুয়াল) প্রণয়ন, (২) বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষক নির্বাচন ও প্রশিক্ষণদান, (৩) পর্যায়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের স্থান, তারিখ, প্রশিক্ষক সংখ্যা, প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা ইত্যাদি নির্ধারণ/নিরূপণ, (৪) প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা নির্বাচন ও প্রশিক্ষণদান, (৫) অর্থ আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি। শিক্ষাক্রম বিস্তরণে এনসিটিবি যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলো হল:

১। দেশব্যাপী শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ছক অনুসরণ করে শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

২। শিক্ষাক্রম বিস্তারণের জন্য সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন করে এসবের মাধ্যমে বিস্তরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৩। এ বিস্তরণ প্রশিক্ষণ চার পর্যায়ে সংঘটিত হয়। যেমন-

(ক) জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষক (খ) মাস্টার ট্রেনার (গ) মূখ্য/কোর/মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষক এবং সর্বশেষ (ঘ) শ্রেণি শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণ দান করা।

এনসিটিবি প্রথমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ের কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষক তৈরি করেন। জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষকগণ নির্দিষ্ট মেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাস্টার ট্রেইনারদের একটি দল তৈরি করেন। মাস্টার ট্রেইনারের দায়িত্ব হল মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষক তৈরি। সর্বশেষে মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষকগণ দেশব্যাপী মাঠ পর্যায়ের নির্ধারিত ভেন্যুতে শ্রেণি শিক্ষকদের শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের উপর বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। অতঃপর শিক্ষকদের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ শ্রেণিকক্ষের শিখন- শেখানো কাজে প্রয়োগ করা। এভাবে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের কাজটি বাস্তবায়িত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শিক্ষাক্রম বিস্তরণে তৃতীয় পর্যায়ে কাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়?

(ক) মাঠ/মূখ্য পর্যায়ের (খ) শ্রেণি শিক্ষকবৃন্দের

(গ) মাস্টার পর্যায়ের প্রশিক্ষকবৃন্দের (ঘ) ঊর্ধ্বতন শিক্ষা কর্মকর্তাদের

২। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণে অর্থ ছাড়করণের দায়িত্ব পালন করে কে?

(ক) ডিজি (খ) আঞ্চলিক কর্মকর্তা (গ) জেলা শিক্ষা অফিসার (ঘ) খ ও গ যৌথভাবে

৩। এনসিটিবির শিক্ষাক্রম বিস্তরণ পরিকল্পনার অঙ্গ কয়টি?

(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

সঠিক উত্তরঃ ১। ক; ২। খ; ৩। ঘ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম বিস্তরণের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যাপ্তিকাল কত দিন?

২। প্রশিক্ষণ সামগ্রী, অর্থ যোগান ও কেন্দ্র নির্ধারণ কে করে থাকেন?

৩। এনসিটিবির শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ কীভাবে পরিচালিত হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

২। শিক্ষাক্রম বিস্তরণের ধাপগুলো বর্ণনা করুন।

৩। এনসিটিবির এর মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম বিস্তরণের দোষত্রুটি নিরুপণ করুন।

পাঠ- ৭.৩: চাকুরিকালীন ও চাকুরি পূর্ব শিক্ষক প্রশিক্ষণ

[In-service and Pre-service Teacher Training]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন;
- চাকুরিকালীন শিক্ষাক্রম বিস্তরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কার তা বিশদভাবে বর্ণনা করতে পারবেন;
- চাকুরিকালীন শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার বিবরণ দিতে পারবেন;
- চাকুরি পূর্ব শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের বর্ণনা দিতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রমের বিবরণ দিতে পারবেন।

চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষাক্রম হল যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার হৃৎপিণ্ড। সে কারণে যে কোন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কিংবা শিক্ষাক্রম নবায়নের কার্যক্রম সম্বন্ধে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশদভাবে অবহিত করতে হয়। তন্মধ্যে রয়েছেন- শিক্ষা ব্যবস্থাপক, শিক্ষা তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষক প্রশিক্ষক ও শ্রেণি শিক্ষক। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে যেসব কাজ করতে হয় সে বিষয়ে কার দায়িত্ব কতটুকু এবং কেমন করে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে তার সামগ্রিক কার্যক্রম সম্বন্ধে তাদের জন্য চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উপরে বর্ণিত চারটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিকল্পিতভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে উন্নয়নকৃত/পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সকল ধাপ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তত করে নিয়ে নবায়নকৃত শিক্ষাক্রম দেশব্যাপী বাস্তবায়ন করার প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন/পরিমার্জন শেষে এনসিটিবি সংশ্লিষ্টদের জন্য এ ধরনের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে।

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা

দেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন সর্ম্পকে অবহিত করার দায়িত্ব এনসিটিবি ও মাউশির। শিক্ষাক্রম বিস্তরণের একাডেমিক বিষয়ের সার্বিক সহায়তা প্রদানের দায়িত্ব এনসিটিবির, আর্থিক ও অন্যান্য দায়িত্ব সেকেন্ডারী এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, প্রশিক্ষণ সামগ্রীর যোগান যথাসময়ে নিশ্চিত করে সেকেন্ডারী এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ওপরে বর্ণিত চারটি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করে। বলা যায় যে

শিক্ষাক্রম বিস্তরণের একাডেমিক দায়িত্ব এনসিটিবির এবং আর্থিক, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মাউশির। এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনে বিস্তরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়।

মাধ্যমিক স্তরের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম শ্রেণিকক্ষে সার্থকভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি বহুমূখী বিশদ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সমগ্র প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি চারটি পর্যায়ে ভাগ করে সকল শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কর্মপরিকল্পনাটি নিচের ছকে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল:

পাঠ-২ এ মাস্টার ও মাঠ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞগণের প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের ধারণা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এ পাঠে বাস্তবে কীভাবে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় সে বিষয়ে মোটামুটিভাবে ধারণা দেওয়া হয়েছে।

চাকুরিকালীন শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা

প্রশিক্ষণ পর্যায়	প্রশিক্ষণার্থীর ধরন	কোন কোন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণার্থী নেওয়া হয় এবং মোট সংখ্যা	প্রশিক্ষণের স্থান	প্রশিক্ষণের সময়	মন্তব্য
প্রথম পর্যায়	মাস্টার ট্রেইনার্স ওরিয়েন্টেশন	শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের সঙ্গে জড়িত বিশেষজ্ঞ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, পাঠ্যপুস্তক লেখক, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি।	ঢাকায়	২ দিন	সমাপ্ত
দ্বিতীয় পর্যায়	কোর ট্রেইনার্স ট্রেনিং	দেশের ৬৪টি জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৭টি বিষয়ের প্রত্যেকটির জন্য ৪ (২+২) জন।	দেশের বিভাগীয় ৮টি শহর অথবা অপর কোন সুবিধাজনক জেলা শহর	২ দিন	চলবে
তৃতীয় পর্যায়	ফিল্ড লেভেল ট্রেইনার্স ট্রেনিং	দেশের ৪৯৩ টি থানার মাধ্যমিক স্তরের ২জন করে ১৭টি বিষয়ের জন্য সর্বমোট ১৬৭৬২ জন।	দেশের ৬৪টি জেলা শহর।	২ দিন	চলবে
চতুর্থ পর্যায়	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের প্রশিক্ষণ	দেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল বিষয় শিক্ষক।	দেশের মাঠ পর্যায়ের ৪৯৩টি কেন্দ্র	৩ দিন	চলবে

উপরে বর্ণিত কর্মপরিকল্পনাকে ভিত্তি করে এনসিটিবি এবং টিকিউআই সিপিডি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে।

চাকুরি পূর্ব প্রশিক্ষণ

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও নবায়ন কার্যের মাঝ পথে যখন শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন সামগ্রী প্রণয়ন সমাপ্ত হয় তখনই শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রচলিত শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের কাজ করতে হয়। আগামীতে শিক্ষক হবেন বা চাকুরীকালীন শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর পরই শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করছেন তাদেরকে প্রেষণে প্রশিক্ষণের

ব্যবস্থা করতে হয়। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণের এবং প্রচলিত শিক্ষাক্রম পরিমার্জন কার্যক্রম যুগপৎ শুরু করতে হয় যেন প্রাথমিক/মাধ্যমিক স্তরে পরিমার্জন ও নবায়নকৃত শিক্ষাক্রম দেশব্যাপী প্রর্বতনে চাকুরিরত ও নতুন শিক্ষকবৃন্দ সে সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে অবহিত হতে পারেন এবং সে অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের মাঝ সময়ে বিএড শিক্ষাক্রম পরিমার্জন/নবায়নের কাজ শুরু করতে হয়। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে শিক্ষা অনুষদ/কোর্স আছে তাদের সকলের দায়িত্ব শিক্ষাক্রম উন্নয়ন/পরিমার্জনের সাথে তাদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কোর্সকে সমন্বয় করে প্রশিক্ষণ/শিক্ষা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণে কাকে কাকে দিতে হয়?

(ক) শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ, সুপারভাইজার ও শিক্ষক প্রশিক্ষককে

(খ) শিক্ষা ব্যবস্থাপক, পুস্তক রচনাকারি ও প্রকাশককে

(গ) শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপককে

(ঘ) টিটি কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষক প্রশিক্ষক ও সুপারভাইজারকে

২। শিক্ষাক্রম বিস্তরণের একাডেমিক দায়িত্ব কার?

(ক) মাউশির (খ) এনসিটিবির (গ) টিটি কলেজের (ঘ) ডিপিই এর

৩। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণে মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষক কোন পর্যায়ে যুক্ত থাকেন?

(ক) ১ম পর্যায় (খ) ২য় পর্যায় (গ) ৩য় পর্যায় (ঘ) ৪র্থ পর্যায়

সঠিক উত্তরঃ ১। গ; ২। খ; ৩। গ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণে কে কে যুক্ত থাকেন?

২। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ ব্যবস্থাপনা কী?

৩। চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণ কখন শুরু হয় এবং কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। চাকুরি পূর্ব প্রশিক্ষণের রূপরেখা বর্ণনা করুন।

২। একটি বাংলা ও গণিত বিষয়ের জাতীয় প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

৩। চাকুরিকালীন শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণের যৌক্তিকতা আলোচনা করুন।

পাঠ- ৭.৪: শিক্ষাক্রম বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রম
[Post Curriculum Dissemination Activities]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রমের ধাপগুলোর নাম বলতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রমের সাম্প্রতিক ও সম্পূরক শিখন সামগ্রীগুলোর বর্ণনা দিতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ সামগ্রীর গুণগতমান কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তা বলতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ সামগ্রীর পুনরাবর্তন প্রক্রিয়া বলতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রম পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন ও পুরোপুরি নবায়নের প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রম

শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের পর পরই ধারাবাহিকভাবে পরিবীক্ষণ (Monitoring) করা একান্ত দরকার। কারণ শিক্ষাক্রম বিস্তরণ করা হলেই মনে করা হয় যে তা কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু তা ঠিক নয়। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন পর্যায়ে গুণগতমানের যাতে অবনতি না ঘটে সেজন্য সম্পূরক সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। সেইসাথে শিক্ষাক্রমকে সময়ের চাহিদার সঙ্গে মিল রাখার জন্য অনুসরণ কার্যক্রম (Follow- up Programme) হাতে নিতে হয়। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো।

(ক) সাম্প্রতিক ও সম্পূরক সামগ্রী সরবরাহ (Update and Supplementary Material Supply)

(খ) গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control)

(গ) পুনরাবর্তন (Recyling)

সাম্প্রতিক ও সম্পূরক শিখন সামগ্রী সরবরাহ

শিক্ষাক্রমকে সময়ের সাথে সচল রাখার জন্য সাম্প্রতিক ও সম্পূরক সামগ্রী সরবরাহ করা অত্যাবশ্যক । শিক্ষাক্রম প্যাকেজ প্রকাশের মধ্যে শিক্ষাক্রম বিস্তরণের কাজ শেষ হয়ে যায় না। বিদ্যালয় ব্যবস্থায় শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের পর কিছু নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়কগণকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। বিশ্বেও উন্নতদেশসমূহে এ জন্য 'নিউজ লেটার' প্রকাশ করে থাকে। এই নিইজ লেটারের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হল- নতুন শিখন কার্যাদি, অনুশীলনী ইত্যাদি। অপরদিকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে নবায়নের প্রয়োজনীতা দেখা দেয়। তাছাড়া কোন অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের চাহিদার নিরিখে কখনও

কখনও শিক্ষাক্রমে নবতর সংযোজনের দরকার হয়। এজন্য সরেজমিনে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করার পর বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সময় ধরে নেওয়া হয় সময়ের অতিক্রান্তির সাথে সাথে বাস্তবায়নের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। সে সাথে শিক্ষকবৃন্দও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে শিক্ষাদানের মান বৃদ্ধি করবেন এবং শিক্ষার্থীরাও বুঝতে পারবে তাদেরকে কী কী শিখতে হবে? কী করতে হবে?

গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের পর শিক্ষাক্রমের কিছু সীমাবদ্ধতা/সমস্যা গোচরীভূত হতে পারে। যেমন–

(১) মাঠ পর্যায়ের মূল্যায়নে কোন শিখন সামগ্রী কার্যকর বলে প্রমাণিত হলেও পরবর্তীতে দেশব্যাপী ব্যবহারে তত কার্যকর নয় বলে তথ্য পাওয়া যায়।

(২) অনেক সময় শিক্ষাক্রমের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে দু' একটি বিষয় সবদিক থেকে কার্যকর প্রমাণিত হয় না।

(৩) কোন কোন বিষয় কেবল জ্ঞান আহরণের জন্য খুবই উপযোগী। কিন্তু যে সকল বিষয়ে প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ইত্যাদি দিক তেমন গুরুত্ব পায় নি।

শিক্ষাক্রমের গুণগতমানের এরূপ তাৎপর্যপূণ অবনতির কারণ হিসেবে দুটি দিক চিহ্নিত করা যেতে পারে:

(১) শিক্ষকগণ যথাযথভাবে নতুন পদ্ধতি অনুসরণে শ্রেণিতে পাঠ দান করতে পারেন নি।

(২) শিক্ষাক্রমের মধ্যেই কিছু ত্রুটি নিহিত রয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের পর নিবিড়ভাবে সমীক্ষা পরিচালনা করে এসব ত্রুটি নিরসনে সঠিক কারণ চিহ্নিত করে তা উত্তরণের যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। তাহলেই শিক্ষাক্রমের গুণগতমান রক্ষা করা সম্ভব হবে।

পুনরাবর্তন

শিক্ষাক্রমের উপযোগিতা একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে সীমিত থাকে। আজ যা উপযোগী কাল তা অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। সে কারণে পরিবর্তিত অবস্থার তাগিদে শিক্ষাক্রম পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। বিষয়ের ক্রমবৃদ্ধি, মূল্যবোধের পরিবর্তন, শিক্ষায় নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, সময় ও সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষাক্রম পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

শিক্ষাক্রম পুনরাবর্তন দুভাবে করা যেতে পারে:

(১) শিক্ষাক্রম পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করা

(২) পুরোপুরি নবায়ন করা

শিক্ষাক্রম পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন করা

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন উত্তর কার্যক্রমের মাধ্যমে এর দুর্বলতা, চিহ্নিত দুর্বলতা দূরীকরণের উপায় এবং সংযোগ-সন্ধি অর্থাৎ কোথায় পরিবর্তন আনতে হবে তা যুগপৎ চিহ্নিত করতে হয়। অতঃপর দুর্বলতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে শিখনসামগ্রী পরিমার্জন/প্রণয়নপূর্বক চিহ্নিত সংযোগ-সন্ধিতে সন্নিবেশ করতে হয়।

পর্যায়ক্রমে শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের সুবিধা অনেক। এই পরিবর্তন তুলনামূলকভাবে সহজ এবং এর জন্য নতুন পরিকল্পনার দরকার হয় না। কারণ প্রচলিত উপকরণ, সামগ্রী ও জনবল ব্যবহার করেই তা সম্পন্ন করা যায়। এইরূপ পরিবর্তন সাম্প্রতিক ও সম্পূরক সামগ্রী সরবরাহের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়। তাছাড়া এই পরিবর্তন অংশবিশেষ থেকে ও শুরু করা যায়। এর জন্য পুরো শিক্ষাক্রম নবায়নের প্রয়োজন হয় না।

পুরোপুরি নবায়ন করা

পুরোপুরি নবায়ন কার্যক্রমে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যে থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল পর্যায়ের কার্যাদি নতুন করে ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে হয়। এ কাজে দক্ষ জনবল, সময়, অর্থ এবং প্রয়োজনীয় যোগানের দরকার হয়। শিক্ষাক্রম পরিমার্জন সংস্থা/ ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। শিক্ষাক্রমকে সময়ের চাহিদার সাথে সচল রাখতে হলে কী করতে হয়?

(ক) শিক্ষক প্রশিক্ষণ দিতে হয়

(খ) নতুন বই দিতে হয়

(গ) স্কুল গৃহ মেরামত করতে হয়

(ঘ) সাম্প্রতিক ও সম্পূরক সামগ্রী সরবরাহ করতে হয়।

২। শিক্ষাক্রমের তাৎপর্যপূর্ণ অবনতির কারণ কোনটি?

(ক) শিক্ষকগণের সঠিক পদ্ধতিতে পাঠদান না করা

(খ) ক্লাস রুটিন ত্রুটিপূর্ণ

(গ) ভুলে ভর্তি পাঠ্যপুস্তক

(ঘ) শ্রেণি তত্ত্বাবধানের অভাব।

৩। শিক্ষাক্রমের পুনরাবর্তন পদ্ধতি কোনটি?

(ক) শিক্ষাক্রম প্রশিক্ষক

(খ) সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ

(গ) পুস্তক পরিমার্জন

(ঘ) শিক্ষাক্রম নবায়ন

সঠিক উত্তরঃ ১। ঘ; ২। ক; ৩। ঘ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। শিক্ষাক্রমের গুণগতমান বলতে কী বুঝায়?

২। নিউজ লেটার কোন দেশে এবং কেন প্রবর্তন করা হয়?

৩। শিক্ষাক্রম পুরোপুরি পরিমার্জনে কীসের দরকার হয়?

৪। শিক্ষাক্রম পরিমার্জনে কী কী শনাক্ত করতে হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শিক্ষাক্রম বিস্তরণ উত্তর কার্যক্রমে প্রধান প্রধান কাজ কী ?

২। শিক্ষাক্রমের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণে কী কী ব্যবস্থা নিতে হয়?

৩। শিক্ষাক্রমকে দীর্ঘদিন ব্যাপী সচল রাখতে হলে কী করতে হবে?